যায়যায়দিন

তারিখ 1 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে খরচ হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা

এম মামুন হোসেন

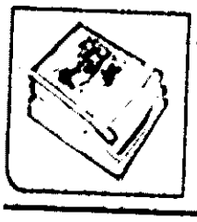

সময় লাগবে ৯ বছর

বাজেটে বেশি বরাদ্দ দিতে হবে

জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে সরকারের প্রয়োজন হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। তবে বিপুল এ অর্থের সংস্থানে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি বলেন, প্রথম দুই বছর বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন হলেও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। শিক্ষাখাতে অর্থপ্রাপ্তির রক্ষণশীল প্রাক্কলনভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থ এ খাতের অন্যান্য খরচ মিটিয়ে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অর্থের সঙ্কট তেমন থাকার কথা নয়। তবে প্রথম দিকে দুই-তিন বছর বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সময় ধরা হয়েছে ৯ বছর। নতুন শিক্ষানীতির কারণে ৯ বছরে প্রাক্কলিত মোট অতিরিক্ত খরচ হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা, যা গড়ে বছরে ৭ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ সালে শিক্ষাখাতে মোট সরকারি বরাদ্দ ছিল জাতীয় উৎপাদনের ২ দশমিক ২৭ শতাংশ। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে এ হার বৃদ্ধি করে জাতীয় উৎপাদনে ছয় শতাংশ অথবা সাড়ে চার শতাংশে উন্নীত করতে হবে। আসছে বাজেটেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বৃদ্ধির এ হার ধাপে ধাপে প্রতি বছর বাড়াতে হবে।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা এক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক, গণশিক্ষা অর্থাৎ উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা শিক্ষার প্রসারে প্রত্যেক স্তরের গুরুত্বের ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারি বরাদ্দ ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি পারিবারিক উৎস থেকে খরচ করা হয়। শিক্ষাখাতে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে। কলেজ ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের পরিবারকে পড়াশোনার খরচ সঙ্কুলানে নিজেদের দায়িত্ব ক্রমে বৃদ্ধি করতে হবে। যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে মত দিয়েছে কমিটি।

শিক্ষাখাতে সরকারি খরচ বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী খরচ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

খরচ : টাকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধি বছর বছর সাধারণভাবে ঘটতে থাকবে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কারণে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আগামী ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশেষভাবে খরচ বাড়বে।

এগুলোর মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চিহ্নিত করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া, নতুন নতুন বইয়ের ব্যবস্থা করা, উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মানসম্পন্ন গবেষণার সম্প্রসারণ, শিক্ষার সব পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রবর্তন অথবা জোরদারকরণ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।

বর্তমানে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসা বিদ্যমান, সেগুলোর প্রতিটিতে গড়ে ছয়টি করে শ্রেণীকক্ষ বাড়াতে হবে। যাতে করে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরিসহ সব ধরনের শিক্ষাদান সম্ভব হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী চলে যাওয়ার কারণে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিষয়ে (বিজ্ঞান, সাধারণ, বাণিজ্য) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী খোলার জন্য কমসংখ্যক অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ লাগবে। এসব ক্ষেত্রে তিনটি করে নতুন শ্রেণীকক্ষ লাগবে বলে ধরা হয়েছে। প্রয়োজনমতো সব ক্ষেত্রে আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর উন্নতি ও প্রয়োজন অনুসারে নতুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে।

এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যায়যায়দিনকে বলেন, শিক্ষা দেশের জন্য সরকারের সবচেয়ে অগ্রগণ্য একটি বিষয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে মূলত আগে প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে আধুনিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানানো। সেই লক্ষ্য নিয়ে সততা, নিষ্ঠার সঙ্গে করে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে দরিদ্র দেশ হিসেবে অগ্রাধিকারে আছে খাদ্য, কৃষি, বিদ্যুতের মতো বিষয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয় তা অপ্রতুল। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা মোট জিডিপির আট শতাংশে, এশিয়ায় ছয় শতাংশে আর সেখানে বাংলাদেশে ব্যয় করা হয় মাত্র ২ দশমিক ২৩ শতাংশ। এতে করে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, ৪০ বছর ধরে দেশে কোনো শিক্ষানীতি ছিল না। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে কিছু বিষয় অতি দ্রুত করতে হবে। কিছু বিষয় বিলম্বে করা হবে। তাই আসছে বাজেটে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। যেসব দাতা সংস্থা সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদের শিক্ষাখাতে আরো সহায়তার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান।

তিনি বলেন, শিক্ষা ইনভেস্টমেন্ট, ভবিষ্যতের ইনভেস্টমেন্ট। তারপরও সীমিত এ বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ে বড় বাধা দুর্নীতি। তাই দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে সবার আগে।